158

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

প্রয়োজনীয় শিক্ষক আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট

# প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে বাধাগ্রস্ত

প্রয়োজনীয় শিক্ষক, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ সংকট থাকায় বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা ব্যবস্থা চরম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে অভয়নগর, শরীয়তপুর, পাটগ্রাম ও রাউজানের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

### অভয়নগর

অভয়নগর যশোর থানার ১ শ' ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা চরম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অভয়নগরে ৬৩টি সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ১৮ হাজার ৫শ' ১৭ জন শিক্ষার্থী ও ২শ' ৯৬ জন শিক্ষক, ২৮টি রেজিস্টার্ড প্রাপ্ত পাইমারী স্কুলে ৭ হাজার ৮শ" ২৭ জন শিক্ষার্থী ও ১১২ জন শিক্ষক, ২৬টি মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ও পৌণে ৩ শ' শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া ৪৭ টি মাদ্রাসায় প্রায় ১১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। অভয়নগরে ৬৫জন শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে ১জন শিক্ষক বর্তমানে কাজ করছে। শিক্ষিতের হার ২৫.৬%। তবে বাস্তবের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

প্রতি বছর প্রাইমারী স্তর থেকে ঝড়ে পড়ছে শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী। মেয়েদের মধ্যে এ হার ৬০ শতাংশে। ১শ' ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জরাজীর্ণ। বর্ষাকালে শিক্ষার্থীদের দুর্দশার আর সীমা থাকেনা। সসিয়া হাটা, সুন্দলী, পায়রা হাট এলাকায় অধিকাংশ স্কুল বর্ষাকালে পানিতে নিমজ্জিত হয়। ৯৫ ভাগ স্কুলে বিজ্ঞানাগার, ছাত্রাবাস, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। স্কাউটিং, সংস্কৃতির চর্চা, খেলাধুলা গ্রাম বাংলার স্কুলগুলোতে নেই বললেই চলে। কোন স্কুলে ম্যাগাজিন বের হয় কিনা জানা নেই অথচ সেশন চার্জের সঙ্গে ম্যাগাজিন ফিস, খেলাধুলা ও স্কাউটিং ফিস গ্রহণ করা হয় রীতিমত।



দহগ্রাম (লালমনিরহাট) ঃ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দহগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুলটি। এখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণাদির অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে
ছবিঃ এম আর সরকার

### শরীয়তপুর

শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দারুনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে।

বিধ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার মতো বেঞ্চ নেই। তদুপরি শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে জেলার সর্বত্রই শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়-সমূহের ক্লাস শুরুর সময় ১০ টা হলেও বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আগমন ঘটে ১১টায়। বেশিরভাগ বিদ্যালয় স্থানীয় শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তারা তাদের ইচ্ছে মতোশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ তেমন ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের তেমন কোন মাথাব্যাথা নেই।

### পাটগ্রাম

দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ছিট মহলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র, শিক্ষক সঙ্কট প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য, গৃহ সমস্যা ছাড়াও সরকার ঘোষিত ত্রাণ না পৌছায় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশায় ভুগছে এবং অনেকে ক্ষুধার তাড়না সইতে না পেরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে জীবিকার পথে নেমেছে।

দহগ্রাম ইউনিয়নে স্কুল গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ৭১ জন। অধ্যয়নরত শিশুর সংখ্যা ৫৯২ জন।



রাউজান (চট্টগ্রাম) ঃ ১ নং হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর সর্তা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে
ছবি ঃ তরুণ বিশ্বাস (অরুণ)

### রাউজান

রাউজান (চট্টগ্রাম) থানার ১নং হলদিয়া ইউনিয়নস্থ উত্তর সর্তা ব্রাহ্মণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক শশাঙ্কদে ও সুধাংশু কর্তৃক ১৯৪২ সালে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগত ঘূর্ণিঝড়ে ও বন্যায় ভবনটি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় এটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, থানা সদর থেকে এ স্কুলের দূরত্ব অনেক। বলতে গেলে জনমানবহীন এবং রাস্তাঘাটের চলাচলের অযোগ্য রাউজানের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ১৯৮৯ সালে এই স্কুল ভবনটি পরিদর্শন করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্কুল গৃহ ব্যবহার সম্পর্কে তিনি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। তার কোন হদিস এখনও মিলেনি। দু' শিফটে ক্লাস নিয়েও স্থান সংকুলান হয় না বলে খোলা আকাশের নিচে ঝড়বৃষ্টি ও রৌদ্রের মধ্যে ক্লাস নিতে হচ্ছে।